শিল্পী চঞ্চল মন্ডল-এর অ্যালবাম
“কবির গান দেশের গান” প্রকাশিত

গত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যায় ঢাকায়, ছায়ানট মিলনায়তনে লেজার ভিশনের আয়োজনে মেলবোর্ণ নিবাসি শিল্পী চঞ্চল মন্ডলের একক অডিও অ্যালবাম কবির গান দেশের গান অ্যালবামের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পীকে শুভাশিষ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অজিত রায়, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল, হাতিম গ্রুপ-এর স্বত্ত্বাধিকারী আমিন পাটোয়ারী ও লেজার ভিশনের চেয়ারম্যান এ কে এম আরিফুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন লেজার ভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকগণ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শিল্পী চঞ্চল মন্ডল অ্যালবামের কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন কবিদের রচিত দেশের গান দিয়ে অ্যালবামটি সাজানো হয়েছে। অ্যালবামটির সংগীত পরিচালনা করেছেন জয় সরকার। অ্যালবামটিতে মোট ১০টি গান রয়েছে। অ্যালবামটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হলো- আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, এবার তোর মরা গাংগে, মোদের আশা, নদীর কুল নাই কিনার নাইরে ইত্যাদি। অ্যালবামটির গানগুলো সব ধরনের শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে শিল্পী চঞ্চল মন্ডলের বিশ্বাস।

শিল্পী পরিচিতি

চঞ্চল মণ্ডল অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী একজন সঙ্গীত শিল্পী। জন্ম পুরাতন ঢাকায়। বাবা ধীরেন্দ্র কুমার মণ্ডল ছিলেন ততকালিন পুর্ব পাকিস্তানের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সদস্য এবং পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ। মা প্রয়বালা মণ্ডল একজন স্কুল শিক্ষিকা।

চঞ্চল মণ্ডলের শৈশব কাটে পুরাতন ঢাকাতেই। স্কুলের পাঠ শেষ করেন পগোজ স্কুলে। এরপর কলেজ জীবন শেষ করে ঢাকা বিস্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইন্সিটিউট অফ বিজনেস আডমিনিস্ট্রেশন থেকে এম বি এ করেন ১৯৯৫ সালে।

সাংস্কৃতিক আবহে বড় হয়েছেন চঞ্চল মণ্ডল। সঙ্গীতের হাতেখড়ি বড় ভাই বঙ্কিম মণ্ডলের কাছে। পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহন করেন শিশু একাডেমি, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি এবং ছায়ানট থেকে। সঙ্গীতে তালিম নেন এ দেশের বরেন্য সঙ্গীতজ্ঞ বেদারউদ্দিন আহমেদ, করিম শাহাবুদ্দিন, সোহরাব হসেন, সুধীন দাশ, অঞ্জলী দাশ, সুমন চৌধূরী, খায়রুল আনাম শাকিল প্রমুখের কাছে। ওস্তাদ ফজলুল হক ও ওস্তাদ ফুল মহাম্মদের কাছে তালিম নেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে।

১৯৯৫ সালে চঞ্চল মণ্ডল বিয়ে করেন কনিকা বিশ্বাসকে। অতপর ১৯৯৯ সালে চঞ্চল মণ্ডল উচ্চ শিক্ষার্থে চলে আসেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবর্ণে। সেখানে তিনি ডিকিন ইউনিভার্সিটি থেকে একাউন্টিং এবং ই-কমার্স এ স্নাতকত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০৬ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়াতেই সারটিফাইড প্রাকটিসিং একাউন্টেন্ট বা সি. পি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে চঞ্চল মণ্ডল স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানে ট্যাক্স অ্যান্ড বিজনেস কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। একমাত্র কন্যা অবন্তি মন্ডল পড়াশুনা করছে মেলবোর্ণের একটি স্কুলে।

প্রবাসে দিন কাটালেও চঞ্চল মণ্ডল সারাক্ষন সম্প্রিক্ত রয়েছেন বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে। অস্ট্রেলিয়াতে বাংলা ভাষাভাষী প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের লক্ষে চঞ্চল মণ্ডল কিছু সমমনা ব্যাক্তিদের নিয়ে শ্রোতার আসর নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন মেলবোর্ণে।

প্রকাশিত সিডি সম্পর্কে চঞ্চল মণ্ডল

বাংলা এমনি এক ভাষা, বাঙ্গালীয়ানা এমনি এক সংস্কৃতি, যেখানে কবি হৃদয়ের নিবীড়তম কুঞ্জে বাসা বেঁধে চাতক পান করে বৃষ্টির জল, আর চকোর তৃষ্ণা মেটায় জ্যোৎস্নায়। যেখানে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য কবির কল্পনার প্রেরনা, আর কবির মোহোনীয় চিত্রকল্পে তার অপরুপ রুপময়তা স্পর্শ করে মানুষের গভীরতম অনুভবের কেন্দ্রবিন্দুতে; চাতক আর চকোর যেন কবির হৃদয় থেকে বাসা বাঁধে সবার হৃদয়ে। কল্পনার রঙে আঁকা এক অপরুপ সুন্দর দেশে, সব্বাই মিলেমিশে উদার প্রকৃতির মাঝে খুঁজে বেড়ায় জীবনের পরম সত্যটাকে। বাংলার কবিদের গানে তাই প্রকৃতিবন্দনা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, আধ্যাত্মবাদ আর মুক্তির সন্ধান যেন একাকার হয়ে আছে। কবি এখানে কখনো বিপ্লবী দেশমাতৃকার আহবানে, কখনো প্রেমিক, কখনোবা বিদেশে বিভুঁয়ে বিরহকাতর, বেদনাহত মানুষের পরাজয়ে, আবার কখনো বা নিতান্তই মনের মানুষের ঘরছাড়া এক বাউল। বাংলার দেশের গান, কবির গান শুধু রৈখিক দূরত্ব নয়,অতিক্রান্ত সময়ের সুদীর্ঘ পথ জয় করে দেশ থেকে হাজার মেইল দূরে, ভিন্ন এক গোলার্ধে বসবাসরত এই আমাদের প্রতিনিয়ত

জুগিয়ে যাচ্ছে জীবনসংগ্রামের অনুপ্রেরনা। আমাদের স্মৃতির প্রকোষ্ঠ জুড়ে ছড়িয়ে আছে “বঙ্গভান্ডারের বিবিধ রতন”, তাই পৃথিবীর তাবত সৌন্দর্য কে ছাপিয়ে আমাদের চোখে ভাসে কেবলি বাংলার মুখ। তারই সংগীত ভেসে আসে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে। বাংলার সেইসব কবিদের, বিশেষ করে যাদের কবিতা ও গান সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক যুগেও বর্মের মত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আগলে রেখেছে, সরস মৃত্তিকার মত রেখেছে সজীব, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে তাদের লেখা কবিতা ও গান নিয়েই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এখানে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ডি, এল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, জীবনানন্দ দাস, সুকান্ত ভট্টচার্জ্য, জসীম উদ্দীন ও লালন ফকির এর দশটি কবিতা ও গান। মাইকেল মধুসুদন দত্ত, সুকান্ত ভট্টচারজ্য ও জীবনানন্দ দাস এর কবিতায় সুরারোপ করেছেন অজিত রায়। এর সব কটি গানেরই সঙ্গীতায়োজনে ছিলেন জয় সরকার।

উৎসর্গ:	অজিত রায়
যন্ত্রানুসঙ্গে	
প্রোগ্রামিং:	সবুজ, আশীষ
গীটার:	জয় সরকার, রাজা চৌধউধুরী
তবলা/এ্যাকুস্টিক রীদম:	জয় নন্দী
সেতার:	রাহুল চ্যাটার্জী
বাঁশী:	বুবাই নন্দী
শব্দ গ্রহন ও সংমিশ্রন:	গৌতম বসু
স্টুডিও:	ভাইব্রেশন (কোলকাতা)
সঙ্গীত পরিচালনা:	জয় সরকার
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা:	নিয়াজ আহমেদ অংশু ও সাইফুল ইসলাম
আলোকচিত্র:	অনিন্দ্য মবিন আহমেদ

কৃতজ্ঞতা :

সিরাজুস সালেকীন, জহিরুদ্দীন মাহমুদ মামুন, ফরিদুর রেজা সাগর, ইবনে হাসান, ইফতেখার মুনিম, মুন্তাসির আবেদীন, গীতি আপা, লোপা মুদ্রা, জয় সরকার, অজিত রায়, মহাদেব ঘোষ, মৃনাল ঘোষ, বঙ্কিম মন্ডল, অংশু, কাঁকন, রাজীব, কুহু, অনিন্দ্য, পারথ, সুবীর, রানা, ইতী, জীবন, আল আমিন, লেজার ভীশন, ছায়ানট, চ্যানেল আই, শ্রোতার আসর, এবং আরো অনেকে।